

## ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫ষ কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী :

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মানসীয় মেয়র
তারিখ	ঃ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ১৩/১২/১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৭/০৩/২০১৬ খ্রিঃ
সময়	ঃ	বেলা ১১ : ০০ টা
স্থান	ঃ	উত্তর কমিউনিটি সেন্টার, (বাড়ী নং-২০, রোড-১৩/ডি, সেটর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিষিট "ক"

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্ত্তাবৃন্দ সহাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি প্রথমেই সদ্য যোগাদানকৃত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৎ, যোগ্য ও পরিশ্রমী যা আমাদের জন্য দরকার। ঘোর বলেন কাউন্সিলরগণ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য তারা আনেক কাজ করছে। বিগত ১০ মাস ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন। রাস্তা যেরামতসহ কোন কাজে আয়রা কোয়ালিটিতে কোন ছাড় দিব না। গুলশান সেন্টার পয়েন্টে আমাদের অন্যরত্বন মেয়াদের মধ্যে স্থানান্তর হবে। গুলশান সেন্টার পয়েন্টে আমাদের অফিসের জন্য আপাততঃ প্রায় ৬০ হাজার বর্গফুটে কজে চলাছে। ইউনিটারের সাথে চুক্তিতে না থাকা সঙ্গেও তাদের দিয়ে ২০-২৫ কোটি টাকার কাজ করিয়ে নিয়েছি। কাওরান বাজারে ৫ বিঘা জমি দখলে দেয়া হয়েছে। ফাঁড়ির বাজারে ২টি বড় মার্কেট রয়েছে তাদের যাত্রাবাড়িতে ৩ বিঘার উপর একটি ঘাবেটি করে দিলে কাওরান বাজারের আরো ১৫-১৬ বিঘা জমি পাওয়া থাবে। কাওরান বাজার টোল মার্কেটের ব্যবসায়ীগণ আমিন বাজার যেতে সম্মত হয়েছেন। ঢাকা শহরের বাস মালিক সঞ্চিত ফ্যাক্ষাইজ পদ্ধতিতে বাস চালনায় সম্মত হওয়ায় ও হাজার বাসকে ৫টি রঞ্জে ৫টি রঙ করে চলাচলের রঞ্জ প্রারম্ভ দিলে ঢাকা শহরে বাস সার্ভিসে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হবে। বাসের রঞ্জ টিক্ক করা হচ্ছে আগামী ২ বছরের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান হয়ে আবে বলে আশা করা যায়। স্পেশাল ক্লিনিং প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এক্সফেস্ট প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চালছে। ব্যবস্থাপন সকলের অত থাকলে ডিএনসিসি এলাকার সম্পূর্ণ ত্রুল পরিষ্কার করে ফেলা যবে। আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য ডিএনসিসি একটি ড্যাসবোর্ড স্থাপন করা হবে এবং এ বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য আগামী ৩-৯ তারিখ ২ জন সম্মানিত কাউন্সিলরসহ কেরিয়া সফর করা হবে। ১ কোটি টাকার উপরে স্টেশনারী ক্রয় করা হয়েছে। আগামী ঘো মাদের মধ্যে ডিএনসিসি এলাকার প্রতিটি রাস্তা ও পার্ক সিসিটিতি ক্যারেয়ার আওতায় আসবে। এক্ষণ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ট ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

মানসীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ট ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ট ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	বিগত ২৯/০৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখের কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২৯/০৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ৪ৰ্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিয়ার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ৪ৰ্থ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন।	৪ৰ্থ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ৪ৰ্থ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।
০২	চতুর্থ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা	চতুর্থ বোর্ড সভায় ১০ টি সিদ্ধান্ত ছিল। সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে। ৪ৰ্থ কর্পোরেশন সভার (জ) সিদ্ধান্ত এর আলোচনায় মেয়র বলেন ঢাকা শহরের বাড়ীর ছাদে ও সীমানা প্রচীরে এখনো অনেক সাইনবোর্ড ও নিয়ন সাইন লক্ষ্য করা যায়। সাইনবোর্ড ও নিয়ন সাইন আগামী ০৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পূর্বেই অপসারণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন কিছু কিছু এলাকায় বাড়ী রঙ করা নেই। বাড়ী গুলি রঙ করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এলাকা ভিত্তিক রঙ নির্ধারণ করে বাড়ীর মালিকদের নির্ধারিত রঙ অনুযায়ী বাড়ী রঙ করাতে অনুরোধ করা যায়।	১) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা আগামী ০৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পূর্বেই সাইন বোর্ড ও নিয়ন সাইন অপসারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কালো রংয়ের স্প্রে ব্যবহার করবেন এবং ঘোজনে বাড়ির মালিক ও যারা সাইনবোর্ড বা নিয়ন সাইন লাগিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মালা করতে হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৩	সংরক্ষিত কাউন্সিলরগণের উত্থাপিত প্রসঙ্গে।	দাবী  সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের ১৫/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ স্বাক্ষরিত পত্রে তাঁরা প্রতিটি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলরদের মতো লিস্টুরণ ক্ষমতা প্রদানের জন্য দাবী জানিয়েছেন- (ক) প্রতিটি ওয়ার্ডে সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজ, সনদপত্র প্রদানের জন্য সমান ক্ষমতা ও অধিকার। (খ) রাস্তা পাকা ও মেরামত কাজে সমান অধিকার। (গ) উন্নয়নমূলক কাজের বিলে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ার, সাধারণ কাউন্সিলরের পাশাপাশি সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। (ঘ) সাধারণ কাউন্সিলর তাঁর ওয়ার্ডে কোন সমাবেশ, পরামর্শ সভা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান, গণসংযোগ ইত্যাদি করার পূর্বে আলোচনা করে সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। (ঙ) রাস্তা পাকা করণ ও রাস্তা মেরামত, যে কোন বিলে স্বাক্ষর প্রদান, প্রতিটি সভায় কাউন্সিলরদের পাশাপাশি সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের অবহিত করাসহ সাধারণ কাউন্সিলরদের সম পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করার জন্য দাবী জানিয়েছেন। সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সরকারের ২০১২ সালের বিধিবিলাস জারী করেন। বিধিবিলাস উভয় কাউন্সিলরের দায়িত্ব কর্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে। বিগত ০১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণ সাধারণ কাউন্সিলরের অনুরূপ দায়িত্ব কর্তব্য প্রদানের জন্য আবেদন করেন যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে; যার আহ্বায়ক যুগ্ম সচিব (নগর উন্নয়ন-১) স্থানীয় সরকার বিভাগ। বিষয়টি বর্তমানে উচ্চ কমিটির সুপারিশের অপেক্ষায় আছে। আলোচনায় মেয়ার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলগণকে ২৫% কাজে স্বাক্ষর প্রদানের প্রত্যাবর্তন করলে ০৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জন্মাব গ্রোং মোবাহের চৌধুরী বলেন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণ আমাদের বোন, আমাদের সহযোগী, তাঁরা আমাদের সাথে একসাথে কাজ করবে মর্মে উল্লেখ করে তিনি সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণকে ২০% কাজে স্বাক্ষরের জন্য মত প্রকাশ করেন। ১৫ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জন্মাব সালেক মোঝু বলেন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের দাবী মৌত্তিক। তাদের ২৫% বা ২০% যাই দেয়া হোক না কেন আহরণ একসাথে কাজ করবো। ২৪ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জন্মাব মোঝ সকিউল্লা বলেন কাউন্সিলরদের কাজের পরিধি বাড়িয়ে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। ৪ নং ওয়ার্ডের সম্মানিক কাউন্সিলর জন্মাব মোঝ জামাল মোস্তফা বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে ৩ কোটি টাকার কাজ দেয়া হয়েছে। তাঁর মধ্যে ১ কোটি টাকার কাজ ই-টেক্নোলজি ছাড়া দেয়ার কথা ছিল তা দেয়া হয় নি। ২৮ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জন্মাব মোঝ ফোরকান হোসেন তাঁর বক্তব্যে তাঁদের কিছু দাবী উপস্থাপন করেন। যেমন- মেয়ার মহোদয় কোন ওয়ার্ডে গেলে যেন সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরকে জানানো হয় এবং কোন অনুষ্ঠানে গেলে যেন সেখানে কাউন্সিলরদের বসার ব্যবস্থা রাখা হয়। তিনি সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের ২০% কাজে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রদানের সাথে একমত পোষণ করেন। সাধারণ ওয়ার্ডের সকল কাউন্সিলরগণ সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের ২০% কাজে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করায় সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জন্মাব আলোচ্য সারোবর ডেইজী সংরক্ষিত আসনের সকল কাউন্সিলর এর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। <p>কা ভিত্তিক ভবনের ১২ টিক বাঢ়ীর মালিকদের রঙ লাগাতে আধিক্যের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ অনুরোধ করবেন।</p> <p>৩) ডিএনসিসি এর কোন্ এলাকার ভবনের কি রঙ হবে সে বিষয়ে একটি সুচিত্ত প্রস্তাৱ আগামী বোর্ড সভায় প্ৰধান প্ৰকৌশলী উপস্থাপন করবেন।</p> <p>১) মন্ত্রণালয়ের অন্যৱস্থা সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত নাগৰিকত্ব, উন্নয়নকার প্ৰত্বত্ব এর সনদ কাউন্সিলরগণ প্রদান কৰবেন।</p> <p>২) সিটি কর্পোৱেশনের নিজস্ব ফান্ডে বাস্তবায়নযীন সকল উন্নয়ন কাজের ২০% কাজে স্বৰ্ব এলাকার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণ স্বাক্ষর কৰবেন।</p> <p>৩) প্ৰকৌশল বিভাগ আগামী অৰ্থ বছৰে সংৰক্ষিত আসনের জন্য নিৰ্ধাৰিত ২০% অৰ্থেৰ কৰ্মপৰিকল্পনা বিবেচনায় রেখে পৃথক ক্ষিম তৈৰী কৰবেন।</p> <p>৪) মেয়ার কোন ওয়ার্ডে গেলে সেই ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর ও সংৰক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরকে অবশ্যই জানাতে হবে এবং অনুষ্ঠানস্থলে কাউন্সিলর এৱ বসার ব্যবস্থা ৱার্থতে হবে। যেয়াৱের একান্ত সচিব ও সহকাৰী একান্ত সচিব এটি নিশ্চিত কৰবেন।</p> <p>বাস্তবায়নকাৰী-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>প্ৰধান প্ৰকৌশলী</li> <li>মেয়াদেৱেৰ একান্ত সচিব</li> <li>মেয়াদেৱেৰ সহকাৰী একান্ত সচিব</li> </ol>	

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত																		
০৪	আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুসারে হোল্ডিং ট্যাঙ্ক পুনর্নির্ধারণ প্রসঙ্গে	<p>(ক) ৪৬ কর্পোরেশন সভার (ট) বিবিধ (১) সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিএনসিসি এলাকায় স্থাপিত বাড়ী-ঘর স্থাপনা/ অবকাঠামোসমূহের বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ১২% হারে হোল্ডিং কর আরোপের পরিবর্তে আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ এর বিধান মতে ২৭% হারে হোল্ডিং কর আরোপ/আদায়ের বিষয়ে আলোচনা</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রম</th><th>বর্তমান হার</th><th>পুণ:নির্ধারিত/বৃদ্ধিকৃত হার</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ক)</td><td>হোল্ডিং কর = ৭%</td><td>(ক) হোল্ডিং কর = ৭%</td></tr> <tr> <td>(খ)</td><td>পরিচ্ছন্ন কর = ২%</td><td>(খ) ময়লা নিষ্কাসন রেইট সর্বোচ্চ = ৭%</td></tr> <tr> <td>(গ)</td><td>বাতি কর = ৩%</td><td>(গ) সড়ক বাতি রেইট সর্বোচ্চ = ৫%</td></tr> <tr> <td>(ঘ)</td><td></td><td>(ঘ) স্বাস্থ্য কর সর্বোচ্চ ৮%</td></tr> <tr> <td></td><td>মোট ১২%</td><td>মোট ২৭%</td></tr> </tbody> </table> <p>মেয়ার বলেন এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে। (১) বাসা বাড়ীর কর ১২% থেকে ২৭% পর্যন্ত করা যাবে, কত করা যায় তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন (২) ১৯৮৯ এরপর ২০০৮-এ রেট পরিবর্তন হয়েছে। বি-এ্যাসেসমেন্ট না হওয়ায় ১৯৮৯ সালের আগের বাড়িগুলির করা বাড়ানো হয় নি, এটা সংগতি করা প্রয়োজন এবং (৩) এলাকা ভিত্তিক কর ধর্মের হার বাড়ানো-যেমন গুলশানে মেইনরোডের আশেপাশে রয়েছে ২৫-৩০ টাকা, যিরপুরে রয়েছে-৬ টাকা। এটা বাড়িয়ে কত করা যায় তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে ১২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হোহামান ইকবাল হোসেন তিতু বলেন যিরপুরে ওয়াসা কাজ করছে যার ফলে রাস্তাধাট নষ্ট, রাস্তা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ট্যাঙ্ক বাড়ানো ঠিক হবে না, তবে সংগতি আনতে হবে। এলাকা ভিত্তিক ট্যাঙ্কের হার যিরপুরে ৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ টাকা করা যায়। ১১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আবদুল মাহামান বলেন সংগতি আলা জরুরী। কল্যাণপুর রাজিয়া টাওয়ারে ২৬০টি ফ্ল্যাট রয়েছে যাদের কোন ট্যাঙ্ক করা হয়নি। কেয়ারী ফ্লাটেও একই অবস্থা এখানেও প্রায় ২৫০ টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এখানে শুভৎকরের ফাঁকি রয়েছে। ট্যাঙ্ক বাড়াতে হবে। মাননীয় মেয়ার রাজিয়া ও কেয়ারী ফ্লাটের ট্যাঙ্ক ধরার বিষয়ে তরিখ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান রাজ্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সংগতি আলার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। জাপান গার্ডেন সিটি পরিদর্শন করে এর ট্যাঙ্কের বিষয়ে খোজ খবর নিয়ে সঠিকভাবে ট্যাঙ্ক আদায় করার জন্য বলেন। তিনি আরো বলেন, একটি ৪ তলা বাড়ি থাকলে বাড়িওয়ালা পুরো বাড়িতেই নিজেরা থাকে বলে ট্যাঙ্ক কম দেয়। এটা নিরসন করা প্রয়োজন। ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে অংশ- ৪ এ যারা ট্যাঙ্ক প্রদান করেন না তাদের সাথে ঘৃতবিনিয়ন করেছেন। তিনি আশা করেন ভালো একটি ফল পাওয়া যাবে। তিনি বলেন সংগতি আলা প্রয়োজন। ২৮ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ ফোরকান হোসেন বলেন সংগতি আলা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে কমিটি গঠন করে দিলে ট্যাঙ্ক আদায় দিঁড়ে হবে। সংরক্ষিত আসন-১০ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বেগম শামীমা রহমান বলেন শাহজালী মার্কেটে ট্যাঙ্ক ধর্য থাকলেও কোন ব্যবসায়ী ট্যাঙ্ক প্রদান করেন না। এ বিষয়ে ০৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবারের চৌধুরী বলেন শাহজালী মার্কেট রাজাটক থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে ২০০৫ সালে এবং এর ট্যাঙ্ক ধরা হয়েছে ২০০৫ থেকে যা বিধি সম্মত নয়। এটা সম্মান করার পর ট্যাঙ্ক আরোপ করতে হবে। তিনি বলেন ঢাকা শহরের ৬০% বাড়ী ১৯৮৯ সালের ধর্যকৃত ট্যাঙ্ক প্রদান করে। সংগতি এমে ট্যাঙ্ক বাড়ানো যায়। সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বেগম শাহজাল পারভীন বলেন উত্তরায় অনেক আবাসিক বাড়ি রয়েছে যা বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলের, সংগতি আলার বিষয়ে সকলেই একমত। ট্যাঙ্কের হার, ট্যাঙ্ক দেয়ার পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন, পি-ফরম ডিএনসিসি ওয়েবসাইটে দেয়া যায়। ওয়েবসাইটে থাকলে সাধারণ জনগণ এখান থেকেই নাগরিক সেবা সম্পর্কে ধারনা নিতে পারবে। তিনি আরো বলেন পি ফরমের জন্য ১০০/- টাকা নির্ধারণ করা আছে। এটি ওয়েবসাইটে দিলে জনগণ উপকৃত হবে। ১৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিলাত আলী বলেন, শহরে অনেক বাড়ী আছে যার কোন হোল্ডিং নাম্বার নেই এবং অনেক বাড়ী সংক্ষার করা হয়েছে কিন্তু ট্যাঙ্ক বাড়ানো হয় নি।</p>	ক্রম	বর্তমান হার	পুণ:নির্ধারিত/বৃদ্ধিকৃত হার	(ক)	হোল্ডিং কর = ৭%	(ক) হোল্ডিং কর = ৭%	(খ)	পরিচ্ছন্ন কর = ২%	(খ) ময়লা নিষ্কাসন রেইট সর্বোচ্চ = ৭%	(গ)	বাতি কর = ৩%	(গ) সড়ক বাতি রেইট সর্বোচ্চ = ৫%	(ঘ)		(ঘ) স্বাস্থ্য কর সর্বোচ্চ ৮%		মোট ১২%	মোট ২৭%	<p>১) পঞ্চবর্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন অর্থাৎ কর সমতা আনার বিষয়টি সর্বসমতিক্রমে গৃহীত হয়।</p> <p>২) যে সকল আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক কাজ হচ্ছে তা নিরূপণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।</p> <p>৩) প্রধান রাজ্য কর্মকর্তা ডিএনসিসির ওয়েবসাইটে ট্যাঙ্কের হার, ট্যাঙ্ক দেয়ার পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন, পি- ফরমসহ জনসাধারণের ট্যাঙ্ক প্রদান সুগম করার জন্য যাবতীয় তথ্য দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।</p> <p>৪) ট্যাঙ্কের হার বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি সেমিনার করে সেমিনারের মতান্তরে উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।</p> <p>৫) সেমিনারের পরে বোর্ড সভা করে ট্যাঙ্ক বৃদ্ধির হার ধার্য করা হবে।</p> <p>৬) ট্যাঙ্ক আদায় করার বিষয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে।</p> <p>৭) ট্যাঙ্ক আদায়ের বিষয়ে অর্থ ও সংস্থাপন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি তদারকি করবে।</p> <p>৮) ডিএনসিসির কর্মকর্তা নম ট্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ট্যাঙ্ক আদায়ের ক্রতি-বিচুতি নিরূপণ করার লক্ষ্যে একটি অডিট কমিটি গঠন করা হবে।</p> <p>৯) কল্যাণপুরের রাজিয়া টাওয়ার, কেয়ারী টাওয়ার ও মোহাম্মদপুরের জাপান গার্ডেন সিটির ফ্লাটসমূহ দ্রুত ট্যাঙ্ক নির্ধারণ করতে হবে</p>
ক্রম	বর্তমান হার	পুণ:নির্ধারিত/বৃদ্ধিকৃত হার																			
(ক)	হোল্ডিং কর = ৭%	(ক) হোল্ডিং কর = ৭%																			
(খ)	পরিচ্ছন্ন কর = ২%	(খ) ময়লা নিষ্কাসন রেইট সর্বোচ্চ = ৭%																			
(গ)	বাতি কর = ৩%	(গ) সড়ক বাতি রেইট সর্বোচ্চ = ৫%																			
(ঘ)		(ঘ) স্বাস্থ্য কর সর্বোচ্চ ৮%																			
	মোট ১২%	মোট ২৭%																			

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		<p>(খ) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জালান যে, The Municipal Corporations (Taxtion) Rules ১৯৮৬ এর বিধি ২০ মতে ২০০৩ সনের পূর্বে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সভাব্য ভাড়ার হার বিবেচনায় নিয়ে কর ধার্য করা হতো। কর ধার্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য হওয়ার প্রেক্ষিতে বিলুপ্ত ডিএনসিসি ২০০৩ সন থেকে এলাকা ভিত্তিক আবাসিক/বাণিজ্যিক ও শিল্প -এই ০৩(তিনি) শ্রেণীতে ভাড়ার হার মাননীয় মেয়ার কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে কর নির্ধারণ করা হতো। পরবর্তীতে এই ভাড়ার হার (Rate Chart) ২০০৮ সনে পুনরায় বৃদ্ধি করা হয় যা বর্তমানে চলমান আছে। ডিএনসিসি বিভিন্ন পর ডিএনসিসি থেকে ২০১২ সনে ভাড়ার হার ((Rate Chart) বৃদ্ধি করার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। বিস্তৃত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্সের উপর ১০% কর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ডিএনসিসি ও বিদ্যমান হোল্ডিং ট্যাক্সের উপর ১০% কর বৃদ্ধি করে। ফলে ভাড়ার হার বৃদ্ধির বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ আর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ভাড়ার হার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব প্রতিবাধিত।</p>	মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে ট্যাক্স বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
০৫	মহাখালী মার্কেটের সালামী পুনঃউন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	<p>ঢাকা শহরের তিনটি প্রবেশ মুখে কাওরান বাজার ব্যবসায়ীদের পুনঃব্যবসন/ স্থানীয়ের লক্ষ্যে একনেক সভায় তিনটি পাইকারী বাজার স্থাপন করার অনুমোদন প্রদান করে। সে প্রেক্ষিতে প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক নির্মিত ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীতে প্রাউন্ডফ্লোর ও বেইজমেন্টে ৩৬০টি দোকান কাওরান বাজার ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষিত রেখে অবস্থিত ৮১৮ টি দোকান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। সর্বমোট দোকান সংখ্যা-১১৬৩ টি। উভোঝ্য বেইজমেন্টে ১৫ টি দোকানকে ত টি দোকান হিসাবে দেখানো হয়েছে। প্রকৌশল বিভাগ থেকে জমির ক্রম্যমূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় প্রতি বর্গফুট ৯৫৩/- টাকা দেখানো হয়েছে এবং বর্তমান বাজারদের হিসেবে জমির মূল্য ধরে ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রতি বর্গফুট ২২৩০৮/- টাকা অর্থাৎ শুধু জমির বর্তমান মূল্য ধরার কারণে দোকানের মূল্য <math>(22308 - 953) = 12771/-</math> (বার হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনায় একে গত ১২/১১/২০১৩ত্রিঃ তারিখের দোকান বরাদ্দ কর্মসূচির সভায় ডিএনসিসির মালিকানাধীন মহাখালী পাইকারী কাঁচা বাজারের দোকানসমূহের মুক্তকোটি স্পেস ইত্যাদির সালামী নিম্নোক্ত হারে নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয়, যা তৎকালীন প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রতিটি দোকানের প্রতি বর্গফুট সালামীর পরিমাণ হলো বেইজমেন্ট প্রতি বর্গফুট ২০,০০০/- টাকা; প্রাউন্ডফ্লোর ২২,০০০/- টাকা; ২য়, তৃতীয় তলা ২৫,০০০/- টাকা; ৪ষ্ঠ তলা ২৩,০০০/- টাকা; ৫ম তলা ২২,০০০/- টাকা এবং ৬ষ্ঠতলা যথাক্রমে ১৮,০০০/- থেকে ২০,০০০/- টাকা। উক্ত মার্কেটের ২য় তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত সর্বমোট ৮১৮টি দোকান। সর্বমোট ৪ বার দোকান বরাদ্দের বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়। কিন্তু মাত্র ২৪ টি দোকান বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হলেও ৩ জন বরাদ্দ প্রাপক তাদের জামানতের টাকা ফেরত নিয়েছেন।</p> <p>পরবর্তীতে দোকান বরাদ্দ কর্মসূচির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত একটি কর্মসূচি গঠন করা হয়। কর্মসূচি নির্দলিত করেনঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ডিএনসিসি কর্তৃক বিভিন্ন ঘোর এ নির্ধারিত সালামীর মূল্য পুন: বিবেচনা করা প্রয়োজন ধর্মে প্রতিযোগী হয়;</li> <li>মোট সালামীর ৫০% অধিম জমা প্রদানের এবং বরাদ্দ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে অবস্থিত ৫০% এক মাসে জমা প্রদানের বিধান করার কারণে সম্মানিত ব্যবসায়ীদের দোকান এগানের আগ্রহ নেই;</li> <li>মার্কেটটির অবস্থান বাস্টার্মিনালের পাশে হওয়ায় ক্রেতা সাধারণের সমাগম হচ্ছে না;</li> <li>মার্কেটটিতে পাইকারী আড়ৎ ঘর/সুপার মার্কেট একত্রে হওয়ায়;</li> <li>পাইকারী কাঁচা মালের খোলা আড়ৎ না থাকায় এবং দোকান ঘরের আয়তন কাঁচাওয়ান বাজারের তুলনায় ছোট হওয়ায়;</li> <li>মার্কেটের সামনে সড়ক ও জনপথ অধিদণ্ডের টাফ কোয়ার্টার থাকায় মার্কেটটি দৃশ্যমান না হওয়ায়;</li> <li>মার্কেটের সামনে ময়লা আবর্জনার ডাল্পিং টেক্সেল থাকায়;</li> <li>সালামীর টাকা কিন্তু পরিশোধের সুযোগ না থাকায়;</li> <li>বর্তমানে সারা দেশেই জমি/ঘোর ইত্যাদি ক্রয় বিভিন্নে মন্দাভাব বিরাজ করছে;</li> <li>মার্কেটের প্রবেশ /বাহির হওয়ার গেট/রাস্তা এক মুখী হওয়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের এর প্রত্যাব পড়েছে;</li> </ol>	<p>মহাখালী অর্থমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে ট্যাক্স বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>মহাখালী নব নির্মিত ৯ তলা ভবনের সম্পূর্ণটি অঞ্চল-৩ ও ডিএনসিসির অন্যান্য 'অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হবে।</li> <li>মহাখালী পাইকারী বাজারের প্রতির্গফ্লুট নীচের দিকে ১৫,০০০/- টাকা এবং উপরের দিকে ১২,০০০/- টাকা এর সীমার অধ্যে রেখে দোকান বরাদ্দ কর্মসূচি মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।</li> <li>যাত্রাবাড়ীতে ৩ বিদ্যা জমির উপর কাওরান বাজার ব্যবসায়ীদের মার্কেট করে দেয়ার বিষয়ে ডিএনসিসি এর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।</li> </ol> <p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>প্রধান প্রকৌশলী</li> <li>প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা</li> <li>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</li> </ol>

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত																				
		<p>এমতাবছায়, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন, মহাখালী মার্কেটের দোকানের সালামী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমান জমির মূল্য বিবেচনায় এনে সালামী নির্ধারণ করায় সালামীর হার অতিরিক্ত হয়েছে। সালামী নির্ধারণের ক্ষেত্রে অতীতে ডিএনসি কর্তৃক কথোনই জমির মূল্য ধরে নির্মাণ খরচ দেখানো হয়নি। এক্ষেত্রে জমির মূল্য বিবেচনায় না নিয়ে প্রকৃত মূল্য বিবেচনা করা হলে দোকানের মূল্য কম হবে এবং দোকান বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয় বিধায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঢাকা উন্নত সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৩ এর বিধি ১২ এর উপর্যুক্ত উপায়া ২ এ বর্ণিত আছে, “সালামী নির্ধারণকালে দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় লইবে।” তিনি আরও জানান যে, সালামী নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমির মূল্য বিবেচনায় নেয়া হয়না; কেননা যে কোন দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে লিজ পদ্ধতির মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়। শুধুমাত্র দোকানের চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র প্রদানসহ ডিএনসি'র সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয় এবং নির্ধারিত মাসিক ভাড়া আদায় করা হয়।</p> <p>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোপূর্বে ডিএনসি'র মালিকানাধীন (সাবেক ডিসিসি) মার্কেটের সালামী নির্ধারণের শুধুমাত্র মার্কেটের নির্মাণ খরচ, মার্কেটের অবস্থান ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বেশ কয়েকটি মার্কেটের সালামী নির্ধারণ করা হয় যার উদাহরণ নিম্নরূপ :</p>																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>নির্ধারণের সম</th><th>মার্কেটের নাম</th><th>প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে</th><th>দোকান বরাদ্দ কর্মসূচি কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের সালামী নির্ধারণের হার</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>২০০১</td><td>বনামী কমিউনিটি সেন্টার কাঁচ কাঁচ বাজার</td><td>৩,৪৮৯.২৫</td><td>৮,০০০/-</td></tr> <tr> <td>২০০৭</td><td>মহাখালী ২০লং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার মার্কেট</td><td>৭,২৪০.৭৯</td><td>১০,০০০/-</td></tr> <tr> <td>১৯৮৮</td><td>গুলশান (দক্ষিণ) কাঁচ মার্কেট (২য় তলা)</td><td>৯০০/-</td><td>১২০০/-</td></tr> <tr> <td>১৯৮৯</td><td>গুলশান (উত্তর) পাকা মার্কেটের পিছনে নব নির্মিত ১২টি দোকান</td><td>নেচতলা ১০১৪/- ২য় তলা ৯১৯/-</td><td>১২০০/- ১,০০০/-</td></tr> </tbody> </table>	নির্ধারণের সম	মার্কেটের নাম	প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে	দোকান বরাদ্দ কর্মসূচি কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের সালামী নির্ধারণের হার	২০০১	বনামী কমিউনিটি সেন্টার কাঁচ কাঁচ বাজার	৩,৪৮৯.২৫	৮,০০০/-	২০০৭	মহাখালী ২০লং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার মার্কেট	৭,২৪০.৭৯	১০,০০০/-	১৯৮৮	গুলশান (দক্ষিণ) কাঁচ মার্কেট (২য় তলা)	৯০০/-	১২০০/-	১৯৮৯	গুলশান (উত্তর) পাকা মার্কেটের পিছনে নব নির্মিত ১২টি দোকান	নেচতলা ১০১৪/- ২য় তলা ৯১৯/-	১২০০/- ১,০০০/-	
নির্ধারণের সম	মার্কেটের নাম	প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে	দোকান বরাদ্দ কর্মসূচি কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের সালামী নির্ধারণের হার																				
২০০১	বনামী কমিউনিটি সেন্টার কাঁচ কাঁচ বাজার	৩,৪৮৯.২৫	৮,০০০/-																				
২০০৭	মহাখালী ২০লং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার মার্কেট	৭,২৪০.৭৯	১০,০০০/-																				
১৯৮৮	গুলশান (দক্ষিণ) কাঁচ মার্কেট (২য় তলা)	৯০০/-	১২০০/-																				
১৯৮৯	গুলশান (উত্তর) পাকা মার্কেটের পিছনে নব নির্মিত ১২টি দোকান	নেচতলা ১০১৪/- ২য় তলা ৯১৯/-	১২০০/- ১,০০০/-																				
		<p>উল্লেখ্য বর্ষিত মার্কেট শুল্পির দোকানের সালামী নিরূপনের ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত মূল্য বা বাজার মূল্য বিবেচনায় নেয়া হয়নি। অথচ মহাখালী মার্কেটের দোকানের সালামী নির্ধারণে জমির বর্তমান মূল্য বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ফলে দোকানের সালামী মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের অধ্যে দোকান বরাদ্দ নেয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহহীনতা দেখা দিয়েছে।</p> <p>যের বলেন আমিন বাজার, মহাখালী ও যাজ্ঞাবাড়ী মার্কেটের মধ্যে যাত্রাবাড়ী আইনত ভৌগলিক কারণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের। কাওরান বাজার উচ্চদেশে কাউন্সিলরা অনেক সহযোগিতা করেছেন। মহাখালীতে খরচ হয়েছে প্রতি বর্গফুটে ৯৫৩৩/- টাকা, কর্পোরেশন চাচ্ছে ১৮ থেকে ২৫ হাজার টাকা। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ সর্ব সম্মতভাবে মহাখালী মার্কেটের মূল্য ভবনের উপরের দিকে ১২ হাজার এবং ভবনের নিচের দিকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে রাখার পক্ষে যত দেশ এবং বলেন মূল্য এর চেয়ে বৃদ্ধি করে ধার্য করা হলে দোকান বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে না। এতে ভবনটি অব্যবহারে নষ্ট হবে যাবে যা ডিএনসির আর্থিক ক্ষতির কারণ হবে। সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যিক অনোবৃত্তি না রেখে ভবনটি নির্মাণের প্রকৃত ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে প্রতি বর্গফুটের মূল্য সহনীয় মাত্রায় নিরূপণ করা হলে ব্যবসায়ীদের আকর্ষিত করা সম্ভব হবে এবং এতে ডিএনসির আয়ও বাড়বে।</p>																					

	<p>আমিন বাজার পাইকারী কঁচা বাজারের দোকান মূল্য প্রতি বর্গফুট কম-বেশী ১০,০০০/- টাকার মধ্যে রয়ে দোকান বরাদ্দ কঞ্চিত মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা নিতে পারে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</li> </ol>	
০৬	<p>১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে</p> <p>জনাব মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, ডিজিয়াবিলিটি ডিফারেন্ট প্রেসার্য (ডিডিপি) কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও পৃষ্ঠাবাসনের জন্য মানবিক কারণে ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ভাতা প্রদান করার জন্য মাননীয় মেয়ের বরাবর আবেদন করেছেন। মাননীয় মেয়ের উক্ত আবেদনে POSSIBLY WE CAN DISCUSS IN OUR BOARD MEETING মর্মে নির্দেশ প্রদান করায় আবেদনটি বোর্ড সভায় উপস্থান করা হলো। ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ভাতা প্রদান করলে প্রতিমাসে <math>(100 \times 1000) = 1,00,000/-</math> (এক লক্ষ) টাকা করে অর্থাৎ বছরে <math>(1,00,000 \times 12) = 12,00,000/-</math> (বার লক্ষ)</p> <p>টাকা খরচ হবে। উল্লেখ্য, আবেদনকারী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সমাজকল্যাণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন এনজিও ডোনারদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজেরাই প্রতিবন্ধীদের সহায়তার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। ডিএনসিসি থেকে সহযোগিতা করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। এছাড়া প্রতিবন্ধী নিয়ে আরো অনেক সংস্থা রয়েছে তারাও আবেদন করতে পারে।</p> <p>২৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মুরাদ ইসলাম রতন বলেন এটা দেয়া ঠিক হবে না। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধীভাতা প্রদান করা হয়। ০৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশের চৌধুরী বলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ও৬ জনকে ভাতা প্রদান করা হয়। এটা ডিএনসিসি থেকে দেয়া হয় না। ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান এটা মাননীয় মেয়েরের হাতে রাখতে বলেন। ঐচ্ছিক তহবিল হতে এটা প্রদান করা যায়। ১২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন তিতু বলেন এটা জোনালদের মাধ্যমে দেয়া যায়, আবরা সাথে থাকবো।</p>	<p>একনেকের সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নিয়ে যাত্রাবাড়ীর দোকানের প্রয়োজন অনুযায়ী রিমডেলিং করা হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>প্রধান প্রকৌশলী</li> </ol>
	<p>১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে</p> <p>জনাব মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, ডিজিয়াবিলিটি ডিফারেন্ট প্রেসার্য (ডিডিপি) কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও পৃষ্ঠাবাসনের জন্য মানবিক কারণে ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ভাতা প্রদান করার জন্য মাননীয় মেয়ের বরাবর আবেদন করেছেন। মাননীয় মেয়ের উক্ত আবেদনে POSSIBLY WE CAN DISCUSS IN OUR BOARD MEETING মর্মে নির্দেশ প্রদান করায় আবেদনটি বোর্ড সভায় উপস্থান করা হলো। ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ভাতা প্রদান করলে প্রতিমাসে <math>(100 \times 1000) = 1,00,000/-</math> (এক লক্ষ) টাকা করে অর্থাৎ বছরে <math>(1,00,000 \times 12) = 12,00,000/-</math> (বার লক্ষ)</p> <p>টাকা খরচ হবে। উল্লেখ্য, আবেদনকারী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সমাজকল্যাণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন এনজিও ডোনারদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজেরাই প্রতিবন্ধীদের সহায়তার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। ডিএনসিসি থেকে সহযোগিতা করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। এছাড়া প্রতিবন্ধী নিয়ে আরো অনেক সংস্থা রয়েছে তারাও আবেদন করতে পারে।</p> <p>২৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মুরাদ ইসলাম রতন বলেন এটা দেয়া ঠিক হবে না। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধীভাতা প্রদান করা হয়। ০৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশের চৌধুরী বলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ও৬ জনকে ভাতা প্রদান করা হয়। এটা ডিএনসিসি থেকে দেয়া হয় না। ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান এটা মাননীয় মেয়েরের হাতে রাখতে বলেন। ঐচ্ছিক তহবিল হতে এটা প্রদান করা যায়। ১২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন তিতু বলেন এটা জোনালদের মাধ্যমে দেয়া যায়, আবরা সাথে থাকবো।</p>	<p>১) আধিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আবেদন পাওয়া গেলো সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর প্রকৃত তালিকাভুক্ত প্রতিবন্ধী কিনা তা সমাজসেবা অধিষ্ঠানের বা অন্য কোন সংস্থা থেকে অর্থিক সহায়তা পান কিনা তা যাচাই করে সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>প্রধান সমাজকল্যাণ ও বন্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা</li> </ol>



NM





		(পরিবহন)কে ধন্যবাদ জানান। কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্পোরেট সীম প্রদান এবং ট্রাকার সীম ও ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে সম্মানিত সকল কাউন্সিলর। এক মত প্রকাশ করেন। মেয়র বলেন, আধুনিক লগর ব্যবস্থাগুলি প্রতিষ্ঠায় জন্য ডিএনসিসিতে একটি ড্যাস্টোর্ড স্থাপন করা হবে এবং এ বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য আগামী ৩-৯ তারিখ ২ জন সম্মানিত কাউন্সিলরসহ কোরিয়া সফর করা হবে। ১ কোটি টাকার উপরে স্টেশনারী ত্রুটি করা হয়েছে। আগামী মে মাসের মধ্যে ডিএনসিসি এলাকার প্রতিটি রাস্তা ও পার্ক সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আসবে।	করা হবে তা নির্ধারণ দ ৪) ড্যাস বোর্ড করার সিদ্ধান্ত হয়। ৫) মে মাসের মধ্যে প্রতিটি রাস্তার ও পার্কে সিসিটিভি ক্যামের বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নকারী- ১) প্রধান প্রকৌশলী ২) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপন কর্মকর্তা ৩) সিস্টেম এনালিস্ট
১০	অঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থানান্তর প্রসঙ্গে	অঞ্চল-৩ এর অফিসটি জৰাজীর্ণ। উজ্জ্বলে মেয়র হাউজ নির্মানের পরিকল্পনা আছে। মহাখালী নব নির্মিত ৯ তলা ভবনে অঞ্চল-৩ এর অফিস স্থানান্তরের গর্যান্ত জায়গা ও সুযোগ সুবিধা আছে। মহাখালী নব নির্মিত ভবনে বেজমেন্ট ও ৯ টি ফ্লোর রয়েছে প্রতিটি ফ্লোরে আনুমানিক ৪০০০ বর্গফুট জায়গা রয়েছে। মহাখালী নব নির্মিত ৯ তলা ভবনে অঞ্চল-৩ এর কার্যালয় করা যেতে পারে। সম্মানিত সকল কাউন্সিলর প্রত্যাবের পক্ষে একমত প্রকাশ করেন।	মহাখালী নব নির্মিত ৯ তলা ভবনে অঞ্চল-৩ এর কার্যালয় স্থানান্তঃ করার সিদ্ধান্ত সর্বসমতিক্রমে গৃহীত হয়। বাস্তবায়নকারী- ১) প্রধান প্রকৌশলী ২) আঞ্চলিক নির্বাচী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩
১১	অঞ্চল-৩ এর বর্তমান কার্যালয়ের স্থলে মেয়র হাউজ নির্মাণ প্রসঙ্গে	গুলশান আঞ্চলিক অফিস (অঞ্চল-৩) (বাড়ী নং-০৪, রোড নং-১০, গুলশান-২)-এ জায়ির পরিমাণ ০.৪২৩২ একর। ০৪/০৬/১৯৭৬ খ্রিঃ গম্পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ প্রদান করা হয়। বর্তমান সিটি জরিপ রেকর্ডে মালিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। অঞ্চল-৩ এর অফিস মহাখালী নব নির্মিত ৯ তলা ভবনে স্থানান্তর করে আঞ্চলিক অফিসের স্থানে মেয়র হাউজ নির্মাণ করা আবশ্যিক। সম্মানিত সকল কাউন্সিলর প্রত্যাবের পক্ষে একমত প্রকাশ করেন।	অঞ্চল-৩ এর বর্তমান কার্যালয়ে স্থলে মেয়র হাউজ নির্মাণ করা সিদ্ধান্ত সর্বসমতিক্রমে গৃহীত হ এবং ভবনের নির্মানের জন্য ডিপি প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নকারী- ১) প্রধান প্রকৌশলী
১২	ডিএনসিসির প্রধান কার্যালয় “গুলশান সেন্টার পয়েন্টে” স্থানান্তর এবং বর্তমান প্রধান কার্যালয়স্থলে বিশিষ্ট কর্মসূচিয়াল কর্মস্পেক্ট নির্মাণ প্রসঙ্গে	(ক) ডিএনসিসির প্রধান কার্যালয় “গুলশান সেন্টার পয়েন্টে” স্থানান্তর করার প্রতিক্রিয়া চলমান। গুলশান স্টোর পয়েন্টের ৬, ৮, ৯ ও ১০ তলায় সিটি কর্পোরেশনের শপের ভবন স্থানান্তরের প্রতিক্রিয়া চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ৬ তলায় আনুমানিক ২২৮১০ বর্গফুট এবং ৮, ৯ ও ১০ তলার প্রতি তলায় ১২০৮৫ বর্গফুট অর্থাৎ ৩টি ফ্লোরে $(12085 \times 3) = 36255$ বর্গফুটসহ সর্বমোট জায়গার পরিমাণ $(22810+36255) = 59065$ বর্গফুট। ডেভেলপার কোম্পানী ও ডিএনসিসির মধ্যে চুক্তিতে ৭৫% ও ২৫% হিসেবে বন্টন করা আছে। ইউনিয়ার্ট ডিএনসিসির মধ্যে প্রতিক্রিয়া চুক্তিতে ৭৫% ও ২৫% হিসেবে বন্টন করা আছে। ইউনিয়ার্ট এর সাথে মাননীয় মেয়র এর আলোচনায় অফিসটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও এর সাথে মাননীয় মেয়র এর আলোচনায় অফিসটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহারের উপযোগী করে দিতে ইউনিয়ার্ট কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছেন। ব্যবহারের উপযোগী রূপে নির্মাণ করে দিতে সম্মত হয়েছেন। এখানে কঠোরভূমি, অডিটরিয়াম, ড্যাস্টোর্ড সম্মানিত কাউন্সিলরদের বসার সুবিধার জন্য একটি অত্যাধুনিক কক্ষ সংরক্ষিত হবে। সম্মানিত সকল কাউন্সিলর প্রত্যাবের পক্ষে একমত প্রকাশ করেন। (খ) বর্তমান ডিএনসিসি'র প্রধান কার্যালয় (৮১ গুলশান এভিনিউ)-এ জায়ির পরিমাণ-০.২৯৪৮ একর। পি.ড্রিল্ট.ডি হতে অনুমতি প্রাপ্ত। সিটি জরিপ রেকর্ডে মালিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান কার্যালয়স্থল বাণিজ্যিক এলাকায় হওয়ায় এখানে বাণিজ্যিক ভবন করা হলে সিটি কর্পোরেশন অর্থিকভাবে লাভবান হবে বিধায় একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়। ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর বলেন, অফিস স্পেস করে ভাড়া দেয়া যায়। মাননীয় মেয়র বলেন এর আশেপাশে অস্তত ১০ টি বিস্তি রয়েছে যেগুলি ভাড়া হচ্ছে না। ৩১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জন্মাব ঘোঁ শফিকুল ইসলাম বলেন ডিএনসিসির পক্ষ থেকে নির্মাণ করে কঞ্চিয়াল ভাড়া প্রদান করা যায়। মাননীয় মেয়র বলেন DPP প্রণয়ন করা হবে। প্রয়োজনে আমিন বাজার ও মহাখালী মার্কেটের টাকা দিয়ে বাণিজ্যিক ভবন তৈরী করা হবে।	ডিএনসিসির প্রধান কার্যালয় “গুলশান সেন্টার পয়েন্টে” স্থানান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নকারী- ১) প্রধান প্রকৌশলী
১৩	৬৪ কামাল আতার্কু ক্ষ এভিনিউ সংলগ্ন বনানী কার পার্কিং (বনানী কমিউনিটি	৬৪ কামাল আতার্কুক্ষ এভিনিউ সংলগ্ন বনানী কার পার্কিং (বনানী কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন খালী জায়গায়) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়েছি। সিটি জরিপ রেকর্ডে মালিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। এখানে জায়ির পরিমাণ-০.২৩৭৬ একর। জায়গাটি বাণিজ্যিক এলাকায় হওয়ায় এখানে কার	বর্তমান প্রধান কার্যালয়স্থলে বাণিজ্যিক ভবন করার সিদ্ধান্ত সর্বসমতিক্রমে গৃহীত হয়। বাস্তবায়নকারী- ১) প্রধান প্রকৌশলী

	<p>সেন্টার সংলগ্ন খালি জায়গায়)-এ কার পার্কিংসহ বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে</p> <p>পার্কিংসহ বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্বাচন করা যেতে পারে। ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিক কাউন্সিলর বলেন কমিউনিটি সেন্টারের নীচে পানি জমে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, তাই কমিউনিটিসেন্টারসহ সম্পূর্ণ জায়গায় বাণিজ্যিক ভবন তৈরী করা যায়। মাননীয় মেয়র বলেন গুলশাল এর চেয়ে বনানীর গুরুত্ব বেশী তাই বনানীকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়ে আবিন বাজার ও মহাখালীর টাকা দিয়ে প্রথমে বনানী কমিউনিটি সেন্টারসহ কার পার্কিংএর জায়গায় বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হবে।</p>	<p>নির্মাণ করার বিষয়ে সর্বসমতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভবনের নির্মাণের জন্য তিপিপি প্রণয়ন করা যেতে পারে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী-</p> <p>১) প্রধান প্রকৌশলী</p>
১৪	<p>রায়ের বাজার জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান মেট্রোরেলের Construction Yard এর জন্য ৫ বছরের জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং উত্তরা ৪ নং সেন্টার কবরস্থানে শাহজালাল এভিনিউস্থ পারিবারিক কবরস্থান (৩.৫ কাঠা) স্থানান্তর প্রসঙ্গে</p> <p>(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া ও অঞ্চলিকারভিন্ন জিওবিভুক্ত আলোচ্য “রায়ের বাজার জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি প্রায় ৯৬.২৩ একর ভূমির উপর ৫২.৬০ (পাঁচগত বাইশ দশমিক ছয় শত) কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সেবাবাহিনী কর্তৃক বিগত ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে সমস্পৃষ্ট হয়েছে। যা ৭ মার্চ ২০১৬ ডিএনসিসি'কে বুবিয়ে দয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ (এক) লক্ষ কবরের সংস্থান করা হয়েছে। দৃষ্টিন্দন এ প্রকল্পটি সর্বমুক্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) লক্ষ কবরের সংস্থান প্রকল্প অভিভূতে বালু ও মাটি ভরাট, ১ টি দৃষ্টিন্দন আর্চ স্রীজ, ২ টি ফুটওভার স্রীজ, বিভিন্ন স্থানে ফ্যাসলিটিজ পয়েন্ট, বৃক্ষরোপণ, ওয়াকওয়ে, সাবস্টেশনসহ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং অত্যন্তরীন স্টেমেজ কাঠায়ো নির্মাণ করা হয়েছে।</p> <p>বিদ্যমান বাস্তবতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া ও অঞ্চলিকারভিন্ন এবং ধর্মীয় বিবেচনায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সর্বোপরি বৃহৎ মেগা প্রকল্পের বিরাট অংশ (১২ হেক্টের) প্রস্তাবিত মেট্রোরেলের Construction Yard এর জন্য ৫ বছরের জন্য বরাদ্দ চেয়েছেন। মেট্রোরেলের Construction Yard এর জন্য দেয় হলে ডিএনসিসি'র ভাবগুরু ঘারানাকভাবে স্থুল হওয়ার আগুকা রয়েছে। ৩৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব তারেকুজ্জামান রাজিব বলেন রায়ের বাজার কবরস্থানের জায়গায় Construction Yard করতে দেয়া ঠিক হবে না। Construction Yard করতে দেয়া হলে জনগনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিরাজ করবে। MRT অন্যত্র জায়গা ঠিক করার জন্য জানানো যায়। এ বিষয়ে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত প্রকাশ করেন।</p> <p>(২) উত্তরা ৪ নং সেন্টারে রোড সম্প্রসারণ কাজ চলছে। শাহজালাল এভিনিউস্থ সরকার পরিবারের ৩.৫ কাঠার একটি কবরস্থান রয়েছে। কবরস্থানটি স্থানান্তর করে রাস্তাটি সম্প্রসারণ করতে হবে। তাঁরা জনস্বার্থে কবরস্থানটি স্থানান্তরে সম্মত হয়েছেন। তবে তাঁরা বিদ্যমান কবরস্থানের তাদের পরিবারের জন্য উত্তরা কবরস্থানে সংরক্ষণের দাবী করেছেন। এ বিষয়ে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত প্রকাশ করেন।</p>	<p>Construction Yard তৈরীর জন্য বিকল্প জায়গা অনুসন্ধান করে নির্বাচনের জন্য MRT কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যেতে পারে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী-</p> <p>১) প্রধান প্রকৌশলী</p>
১৫	<p>অঞ্চল-২ এর সনি সিনেমা হল সংলগ্ন অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর রাজস্ব অফিস স্থানান্তরের বিষয়ে</p> <p>ডিএনসিসি'র গুরু ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আবাসিক সংস্থা সংযোগের নিমিত্ত অঞ্চল-২ এর আওতাধীন ৮ নং ওয়ার্ডের মনি সিনেমা হলের পার্শ্বে প্রায় ৩৫.০০ শতাংশ জায়গার উপর ১টি বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য “Canstruction of Multistoried (2-Basement+ 4-Storied) Commercial-Cum-Staff Quarter Residential Complex under Dhaka North City Corporation” অনুমোদিত হয়েছে। বহুতল ভবনটির ২টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত ৮টি ফ্লোরে ৬২ (বাষ্পটি) টি ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় উক্ত স্থানে ২টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ফ্লোরে নির্ধারণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজটি আগামী ১০/০৫/২০১৬ তারিখে আরম্ভ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। সেহেতু উক্ত স্থানে অঞ্চল-৪ এর বিদ্যমান রাজস্ব অফিসটি আগামী এপ্রিল-২০১৬ ত্রিশ তারিখের পূর্বেই স্থানান্তর করাসহ জরাজীর্ণ পুরাতন ভবনটি নিলায় করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত প্রকাশ করেন।</p>	<p>উত্তরা ৪ নং সেন্টার শাহজালাল এভিনিউস্থ পারিবারিক কবরস্থানটি তাদের দাবী মতে উত্তরা কবরস্থানে স্থানান্তর করা যায় এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>বাস্তবায়নকারী-</p> <p>১) প্রধান প্রকৌশলী</p> <p>২) প্রধান সংযোগক্ষেত্র ও বন্ড উন্নয়ন কর্মকর্তা</p> <p>৩) আঞ্চলিক নির্বাচী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১</p> <p>১) অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব অফিসটি নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তরের জন্য প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক নির্বাচী কর্মকর্তা অঞ্চল-৪ প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।</p> <p>২) অঞ্চল-২ এর আওতাধীন অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব অফিস ভবনটি নিলায়, অপসারণ ও অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব অফিস নির্মাণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।</p> <p>৩) অঞ্চল-২ এ অবস্থিত অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব অফিস অঞ্চল-৪ এর ঠিকাদার ভবনে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>

			<p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) প্রধান প্রকৌশলী</li> <li>২) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২</li> <li>৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪</li> </ol>
১৬	শহরের বিভিন্ন পুলিশ বক্স প্রসঙ্গে	ঢাকা উভর সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় বড় বড় সড়কের মোড়ে মোড়ে পুলিশ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। বজ্রগুপ্তির অবস্থাগত কারণে গাড়ী চালকদের বিভিন্ন দিক থেকে আগত গাড়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করে নিরাপদে গাড়ী চালকগণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সুশীল সুবিধাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বজ্রগুপ্তি সড়কবন্ধীপথেকে অপসারণ করার জন্য দাবী জাগানো হয়েছে। মেয়ার বলেন, বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার পর করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে আমরা ৫০-১০০টা বক্স করে দিব কিন্তু কোন বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। তাদের চাহিদা বিবেচনায় নয়ে প্রয়োজনে ট্রালপ্যারেট বক্স তৈরী করে দেয়া হবে। এ বিষয়ে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত প্রকাশ করেন।	ঢাকা উভর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সড়ক দ্বীপে স্থাপিত বিভিন্ন পুলিশ বক্স এর বিষয়ে পুলিশের সাথে আলোচনা করে সুবিধাজনক জাগায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া যাবে।
১৭	সড়ক ও ফুটপাথ হ্রদের মূক্ত রাখার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	মেয়ার বলেন, নগরীর অধিকাংশ দোকানদার তার নির্ধারিত পরিমাণের দোকানের চেয়ে দোকানের বাইরে অতিরিক্ত পরিমাণ জায়গা অল্যায়ভাবে দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ফুটপাথ ও মার্কেটের করিডোর বেদখল হওয়ায় জনসাধারণের চলাচল মারাআক বিস্তৃত হয়। কোন ব্যবসায়ী তার নির্ধারিত দোকানের চেয়ে ১ ইঞ্চি অতিরিক্ত জায়গা ফুটপাথ কিংবা করিডোরে কোনক্ষে দখল করতে পারবেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রচারণার মাধ্যমে তাদের পর্যাপ্ত সতর্ক করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি সম্মানিত কাউন্সিলরদের সহায়তা চান। তিনি বলেন, এপ্রিলের মধ্যে সকল ফুটপাথের দোকান সরিয়ে দেয়া হবে। কিছু কিছু এলাকার ফুটপাথের সকল দোকান ও চুলা ভেঙে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সকল সম্মানিত কাউন্সিল মেয়ার এর সাথে একমত প্রকাশ করেন।	<p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) প্রধান প্রকৌশলী</li> <li>২) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) এপ্রিল-২০১৬ এর মধ্যে যে সকল দোকান মালিক তার দোকানের অতিরিক্ত জায়গা (ফুটপাথ কিংবা করিডোর) বেআইনিভাবে দখল করে তাদের দোকান সিলগালা করে দিতে হবে এবং প্রয়োজন গতো সঞ্চিষ্ট দখলকার দোকান মালিকের বি঱ক্ষে আইনানুযায়ী মায়লা দায়ের করা হবে।</li> </ol> <p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) সম্মানিত সকল কাউন্সিলর</li> <li>২) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা</li> <li>৩) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা</li> <li>৪) সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা</li> </ol>
		মেয়ার বলেন, প্রধান রাস্তাগুলি থেকে হকার উচ্ছেদ করতে হবে। তবে হকাররা হত-দরিদ্র বিধায় ডিএনসিসি থেকে আন্তরিকভাবে তাদের পুনঃবাসন করা প্রয়োজন। কোন এলাকায় কতজন হকারকে পুনঃবাসন করতে হবে তার তালিকা করতে হবে। ২৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোতাবেক আইনে বলেন আমার এলাকায় ৪৫৪ জন হকার উচ্ছেদ করেছি। মগরবাসীকে সুবিধা দিতে চাইলে কারো না কারো ক্ষতি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিছু কিছু হকারকে ইতিনিৎ মার্কেট বা হাজিডে মার্কেটের মাধ্যমে বাসনো যেতে পারে। ১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আফসুর উদ্দিন খান বলেন সংরক্ষিত আসন-১ এর কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি উচ্ছেদ করেছি। তাদের পুনঃবাসনের জন্য একটি জায়গা করা হয়েছে। যাদের উচ্ছেদ করছি তাদেরকে বসাতে হবে। হকারদেরকে পুনঃবাসনের জন্য জোনালের মাধ্যমে আইডি কার্ড প্রদান করা যায়। তাহলে তাদের কাছ থেকে কেউ চাঁদাবাজি করতে পারবে না। ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম রতন বলেন আগাম এলাকা হকারমুক্ত। কিছু কিছু হকারকে পুনঃবাসন করা প্রয়োজন। ৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর কাজী জাহিরুল ইসলাম মালিক বলেন কিছু অফিস ও দলীয় কার্যালয় খোলা হচ্ছে।	<ol style="list-style-type: none"> <li>১) হকারদের পুনঃবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করতে হবে।</li> <li>২) হকারদের পুনঃবাসনের জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কাউন্সিলরদের সহায়তায় আইডি কার্ড দিবেন।</li> <li>৩) প্রতিটি ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি দলীয় কার্যালয় রেখে বাকীগুলি ভেঙে দিতে হবে।</li> </ol>

	<p>এগুলি উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। মাননীয় মেয়র বলেন যুবলীগ এর সভাপতির সাথে কথা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে দলীয় কার্যালয় থাকবে বাকীগুলি তেসে দিতে হবে। সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বেগম শাহানাজ পারভীন বলেন, নিকুঞ্জ-১ ও ২ এ অনেক হকার উচ্ছেদ করেছি। খিলফ্ফেত রেলগেটের কাছে এখনো কিছু দোকান রয়েছে। আধ্বর্ণিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অশ্বল-১ বলেন ১৭ নং ওয়ার্ড উচ্ছেদ করেছি। আমরা পিট করেছি, সব জায়গা পরিচার হয়ে যাবে। ২২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী বলেন প্রত্যেক ওয়ার্ডে হকার্স মার্কেট না করলে হকার সংস্থা সমাধান করা যাবে না। জমি কোন হকার্স মার্কেট করা যায়। জমি অর্য করতে ৫০% হকাদের কাছ থেকে নিয়ে বাকী ৫০% ডিএনসিসি থেকে দেয়া যায়।</p>	<p>বাস্তবায়নকারী-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) সকল সম্মানিত কাউন্সিলর</li> <li>২) সকল আধ্বর্ণিক নির্বাহী কর্মকর্তা</li> </ol>
১৮	<p>পার্ক নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।</p> <p>শিশুদের বিনোদন ও শরীর গঠনের জন্য শিশু পার্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ১০ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব আবু তাহের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পত্রে তিনি ১০ নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টারের দক্ষিণ পার্শ্বে খালি জায়গায় শিশুপার্ক নির্মাণ করা হলে শিশুরা বিনোদনের সুযোগ পাবে। অনুরূপভাবে সকল ওয়ার্ডে শিশুপার্ক করার নিয়ন্ত্রণ করণীয় নির্ধারণ করা যেতে পারে। মাননীয় মেয়র বলেন আমাদের হাতে ২৬-২৭টি পার্ক রয়েছে সেগুলি আগে কাজ করবো। প্রথমে র্যাঙ্কস ভবনের সামনের পার্কে কাজ করা হবে। বিমানবাহীনীর সাথে কথা হয়েছে তারা তারা আমাদের জায়গা দিবে। আর্কিটেক্ট মোবাস্ত্রের ও আর্কিটেক্ট সাইদসহ পরিদর্শন করেছি। আমাদের আর্কিটেক্টগণ কাজ করছে। আমরা জানিয়েছি লাইট ও ক্যামো দিয়ে এলাকাটি সিকিউর করে দিবে। পর্কগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সেল করে দিব। সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বেগম শাহানাজ পারভীন বলেন, উত্তরায় শিশুদের খেলার কোন জায়গা নেই। কাউন্সিলরগণ তাদের নিজ নিজ এলাকায় পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য দায়ী করেন এবং মেয়র এর প্রস্তাবের সাথে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত প্রকাশ করেন।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>১) পার্ক ও খেলার মাঠের জন্য উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের যতায়ত নিয়ে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন।</li> <li>২) সকল পার্ক উত্থাপনের জন্য একটি Master Project করা হচ্ছে। ডিপিপি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।</li> </ol>
১৯	<p>কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টারসমূহের বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে</p> <p>(ক) যে সকল কমিউনিটি সেন্টার ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং যে সকল কমিউনিটি সেন্টার চালু আছে সেগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।</p> <p>(খ) যে সকল কমিউনিটি সেন্টার র্যাব কর্তৃক ভাড়ায় রয়েছে এবং অপদখল হয়ে আছে তা মুক্ত করার জন্য র্যাব ও অপদখলকারীদের সরানো প্রয়োজন।</p> <p>(গ) কমিউনিটি সেন্টারগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট আধ্বর্ণিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তদারকী বৃদ্ধি করার প্রয়োজন।</p> <p>৩১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিকুল ইসলাম বলেন ঘোহামদপুর একটি জায়গা রয়েছে যেটি আমাদের হাতে ছিল। কিন্তু এখন সেখানে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। মাননীয় মেয়র প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার নিকট এই জমি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। জবাবে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা নথি পর্যালোচনা করে বলেন জমিটি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আমাদের হস্তান্তর করেন নি। জমিটির প্রকৃত মালিক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। ২২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী বলেন আমার এলাকায় কোন সরকারী জমি নেই বিধায় এখানে কোন কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করাতে পারছিল। জমি অধিগ্রহণ করে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা যায়। ৪ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব জামাল মোস্তফা তার অফিস ৪ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টারের ৪ তলায় স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনাতে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।</p>	<p>বাস্তবায়নকারী-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) যে সকল কমিউনিটি সেন্টার ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং যে সকল কমিউনিটি সেন্টার চালু আছে সেগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করবেন।</li> <li>২) যে সকল কর্তৃক ভাড়ায় রয়েছে এবং অপদখল হয়ে আছে তা মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়।</li> <li>৩) কমিউনিটি সেন্টারগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট আধ্বর্ণিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তদারকী বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।</li> </ol>

২৭৬

	<p>ঢাকা উন্নত সিটি কর্পোরেশনের অধ্যল-১ এর উন্নতা কমিউনিটি সেন্টারটি তিন তলা বিশিষ্ট। এর নীচ তলা গাড়ি পার্কিং এবং ২য় ও তৃতীয় (৭০০০ বর্গফুট করে) হলরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২য় ও তৃতীয় তলার ভাড়া একত্রে নির্ধারিত (দিনে-৪৫,৪৪৫ টাকা এবং রাতে ৫৩,১০৮/- টাকা) করা আছে। ২য় তলায় আনুমানিক ২৫০ জন এবং ৩য় তলায় আনুমানিক ৩৫০ জনের আসন সংরূপের করা সম্ভব।</p> <p>২য় এবং ৩য় তলার ভাড়া একত্রে নির্ধারিত থাকায় হলুদ, সুন্দর খালগা, কানফুড়ানি জাতীয় ছেঁট অনুষ্ঠানে আঁথাইগণ উচ্চ হারে ভাড়ার কারণে উন্নতা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া গ্রহণে আঁথাই হন না। উন্নত ফ্লোরের ভাড়া আলাদাভাবে ৩০,০০০/- (শিশ হাজার) টাকা করে নির্ধারণ করা হলেও অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নত সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ের হার বাড়বে ঘর্মে আশা করা যায়। এ বিষয়ে সকল কাউন্সিলর একমত প্রকাশ করেন।</p>	<p>১) সম্পূর্ণ কমিউনিটি সম্পূর্ণ ভাড়ায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলমান ভাড়ার হার অপরিবর্তিত রাখা হবে।</p> <p>২) ২য় ও ৩য় তলায় আলাদাভাবে দেয়া যায় সেক্ষেত্রে ফ্লোর প্রতি দিনে ২৫,০০০/- টাকা এবং রাতে ৩০,০০০/- টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা যেতে পারে।</p> <p>৩) খাতওয়ারী বিভাজন কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি নির্ধারণ করে দিবেন।</p> <p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>প্রধান সমাজকল্যাণ ও বন্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা</li> <li>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অধ্যল-১</li> </ol>	
২০	<p>মশক নিধন ও নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে</p> <p><b>উপস্থাপনকারী-</b> প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা</p> <p>(ক) র্যালি।</p> <p>(খ) পোস্টার।</p> <p>(গ) লিফলেট।</p> <p>(ঘ) ব্যক্তিগত যোগাযোগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অফিস/অসজিদ/বাজার।</p> <p>(ঙ) পত্রিকা (প্রিন্ট মিডিয়া)।</p> <p>(চ) টিভি/রেডিও (ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া)।</p> <p>(ছ) বাটল সংগীত।</p> <p>(জ) মোবাইল এস. এম. এস।</p> <p>(ঝ) পরামর্শ সেল।</p>	<p>মশক নিধন ও নিয়ন্ত্রণ দৈনিক কার্যক্রম যথা এ্যাডাল্টসাইড, লার্ভিসাইড, ম্যালেরিয়া ওয়েল -বি প্রয়োগ কচুরীগানা ও জলজ-আগাছা পরিকার করণের পাশাপাশি নিম্নলিখিত জনসচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।</p> <p>(ক) কোরবানীর পশ্চ নির্দিষ্ট স্থানে জবেহুকরণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র যন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে ব্যপক প্রচারণা চালাতে হবে, জনসম্প্রত্ত বাড়াতে হবে এবং মসজিদ ভিত্তিক প্রচারণা করতে হবে।</p> <p>(খ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন সারাদেশে ইমামগণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে কোরবানীর পশ্চ জবেহু করার বিষয়ে স্বাইকে উদ্বৃদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(গ) কোরবানীর পশ্চ জবেহুকরণের স্থান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেখানে সহজে কোরবানীর পশ্চ নিয়ে আসা যায়। পশ্চ কোরবানীর পরে পরিয়াক্ত বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যান যন্ত্রাদি প্রস্তুত রাখতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্থানটি পরিকার পরিচ্ছন্ন করে পূর্বের ন্যায় ব্যবহার উপযোগী করে দিতে হবে।</p> <p>(ঘ) কোরবানীর পশ্চ জবেহুকরণের প্রতিটি স্থানের জন্য সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা কর্মটি গঠন করতে হবে।</p> <p>(ঙ) পরিত্র দুর্দের তিন দিন পূর্ব হতে মাইকের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক প্রচারণা চালাতে হবে। প্রতিটি হাটেও এ প্রচারণা চালাতে হবে। এর পাশাপাশি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে উদ্বৃক্তরণ সভা করতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রচারণার বক্তব্য অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় প্রচারণা করতে হবে।</p> <p>(ঁ) মহাসড়ক, সড়ক ও রেলপথে পশ্চর হাট যাতে না বসানো হয় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>(ঁঁ) কোরবানীর পশ্চ নির্দিষ্ট স্থানে জবেহুকরণের গৃহীত সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যথোদয় কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।</p>	<p>এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে সার্বিক সহযোগীতা করবেন।</p> <p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>প্রধান সমাজকল্যাণ ও বন্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা</li> <li>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অধ্যল-১</li> </ol>
২১	<p>নির্দিষ্টস্থানে পশ্চ জবাই করণ প্রসঙ্গে</p> <p>(ক) কোরবানীর গতি ২৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের কোরবানীর পশ্চ সুনির্দিষ্ট স্থানে জবেহ ও দ্রুত বর্জ্য অপসারণে কৃপণীয় নির্ধারণে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় নির্দূরণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-</p> <p>(ক) কোরবানীর পশ্চ নির্দিষ্ট স্থানে জবেহুকরণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র যন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে ব্যপক প্রচারণা চালাতে হবে, জনসম্প্রত্ত বাড়াতে হবে এবং মসজিদ ভিত্তিক প্রচারণা করতে হবে।</p> <p>(খ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন সারাদেশে ইমামগণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে কোরবানীর পশ্চ জবেহু করার বিষয়ে স্বাইকে উদ্বৃদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(গ) কোরবানীর পশ্চ জবেহুকরণের স্থান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেখানে সহজে কোরবানীর পশ্চ নিয়ে আসা যায়। পশ্চ কোরবানীর পরে পরিয়াক্ত বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যান যন্ত্রাদি প্রস্তুত রাখতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্থানটি পরিকার পরিচ্ছন্ন করে পূর্বের ন্যায় ব্যবহার উপযোগী করে দিতে হবে।</p> <p>(ঘ) কোরবানীর পশ্চ জবেহুকরণের প্রতিটি স্থানের জন্য সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা কর্মটি গঠন করতে হবে।</p> <p>(ঁ) পরিত্র দুর্দের তিন দিন পূর্ব হতে মাইকের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক প্রচারণা চালাতে হবে। প্রতিটি হাটেও এ প্রচারণা চালাতে হবে। এর পাশাপাশি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে উদ্বৃক্তরণ সভা করতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রচারণার বক্তব্য অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় প্রচারণা করতে হবে।</p> <p>(ঁঁ) মহাসড়ক, সড়ক ও রেলপথে পশ্চর হাট যাতে না বসানো হয় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>(ঁঁঁ) কোরবানীর পশ্চ নির্দিষ্ট স্থানে জবেহুকরণের গৃহীত সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যথোদয় কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।</p>	<p>১) সকল কাউন্সিলগণকে কর্মপরিকল্পনা পাঠাতে হবে।</p> <p>২) পরবর্তী বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।</p> <p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>সচিব</li> <li>প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা</li> <li>প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা</li> </ol>	

২২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ৩৫ জন পরিচ্ছন্ন কর্মী বৈধ ওয়ারিশকে ঠিকা নিয়োগ প্রসঙ্গে	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে কর্মরত অবস্থায় ২৩/৩/২০১৫ খ্রিৎ থেকে ১৩/২/২০১৬ খ্রিৎ পর্যন্ত মোট ৩৫(গেম্বিশ্রি) জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী মৃত্যুবরণকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণের পরিচ্ছন্নতা কর্মীর শূন্য পদের স্থলে তাদের বৈধ ওয়ারিশ ঠিকা পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের আবেদন করেছে বিগত জুন/২০১৫ থেকে ঠিকা নিয়োগ বৰ্ক আছে। এতে করে মৃত্যুবরণকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পরিবার অনাহারে/অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের পরিবারের অবস্থার মানবিক বিবেচনায় তাদের ঠিকা পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে নিয়োগের অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা। মৃত্যুবরণকারী পরিচ্ছন্ন কর্মীর সন্তানদের চাকুরী দেয়া, পঙ্কজ বরণ করলে বা গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাজে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে কাজে ফেরার জন্য ১-৩ মাস সময় দেয়া, পঙ্ক বা গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাজে অক্ষম হয়ে পড়লে তার সন্তান বা বৈধ ওয়ারিশকে অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকুরী দেয়া, চাকুরীর সর্বানিম্ন বয়স কত হবে বা সর্বোচ্চ বয়স কত হবে। উপস্থিত সকল কাউন্সিলরের সম্মতিতে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।	১) মৃত্যুবরণকারী পরিচ্ছন্ন কর্মীর সন্তান বা বৈধ ওয়ারিশকে অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকুরী দেয়া হবে। ২) পঙ্কজ বরণ করলে বা গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাজে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে কাজে ফেরার জন্য ১-৩ মাস সময় দেয়া হবে। ৩) পঙ্ক বা গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাজে অক্ষম হয়ে পড়লে তার সন্তান বা বৈধ ওয়ারিশকে অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকুরী দেয়া হবে। তার চাকুরী ২ মাস পর পর এক্সটেনশন করতে হবে। ৪) চাকুরী দেবার বয়সসীমা হবে সর্বোচ্চ ৩০ বছর। ৫) সর্বোচ্চ কত বছর পর্যন্ত চাকুরী করতে পারবে তা আগামী বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। <b>বাস্তবায়নকারী-</b> ১) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
২৩	মিরপুর গাবতলী পর্বাদি পশুর হাট ১৪২৩ বাংলা সন্দের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে পুর্ণপত্র পাওয়া যায়, প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর-৮,৪০,০০০/- (আট কোটি চাঁচিশ লক্ষ) টাকা। ২য় বার ১টি দরপত্র পাওয়া যায়, প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর- ৮,৬০,০০,০০০/- (আট কোটি ষষ্ঠি লক্ষ) টাকা ও তৃতীয় বার ১টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর- ৮,৬০,০০,০০০/- (আট কোটি ষষ্ঠি লক্ষ) টাকা। বর্ণিত পশুর হাটের ১৪২৩ বাংলা সন্দের জন্য সরকারী মূল্য গত ৩ (তিনি) বছরের গড় ইজারামূল্য+২৫% (৮,৩৭,৩৩,৩৩৪+২,০৯,৩৩,৩৩৪)= ১০,৪৬,৬৬,৬৬৮/- (দশ কোটি ছেচচিশ লক্ষ ছেষটি হাজার ছয়শত আটয়টি) টাকা। কেন বারই নির্ধারিত সরকারী মূল্য পাওয়া যায়নি। তৃতীয় বার প্রাপ্ত দরপত্র ২৪/৩/২০১৬ তারিখ দরপত্র মূল্যায় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হলে পুনরায় দরপত্র আহ্বান এবং বিষয়টি বোর্ড সভায় আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। মেয়র বলেন, শেষবারের মতো দরপত্র আহ্বান করা যায়। যদি ১২ কোটি টাকার কয়ে দরপত্র পাওয়া যায় তবে ডিএনসিসি গাবতলী পশুর হাট পরিচালনা করবে। সকল সম্মানিত কাউন্সিল এ বিষয়ে একমত থকাশ করেন।	মিরপুর গাবতলী পশুদি পশুর হাট ১৪২৩ বাংলা সন্দের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মোতাবেক দরপত্র প্রাপ্তনের লক্ষ্যে ৩ (তিনি)টি তারিখ নির্ধারণকরত জাতীয় দেনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১য় বার দুটি দরপত্র পাওয়া যায়, প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর-৮,৪০,০০০/- (আট কোটি চাঁচিশ লক্ষ) টাকা। ২য় বার ১টি দরপত্র পাওয়া যায়, প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর- ৮,৬০,০০,০০০/- (আট কোটি ষষ্ঠি লক্ষ) টাকা। বর্ণিত পশুর হাটের ১৪২৩ বাংলা সন্দের জন্য সরকারী মূল্য গত ৩ (তিনি) বছরের গড় ইজারামূল্য+২৫% (৮,৩৭,৩৩,৩৩৪+২,০৯,৩৩,৩৩৪)= ১০,৪৬,৬৬,৬৬৮/- (দশ কোটি ছেচচিশ লক্ষ ছেষটি হাজার ছয়শত আটয়টি) টাকা। কেন বারই নির্ধারিত সরকারী মূল্য পাওয়া যায়নি। তৃতীয় বার প্রাপ্ত দরপত্র প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হলে পুনরায় দরপত্র আহ্বান এবং বিষয়টি বোর্ড সভায় আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। মেয়র বলেন, শেষবারের মতো দরপত্র আহ্বান করা যায়। যদি ১২ কোটি টাকার কয়ে দরপত্র পাওয়া যায় তবে ডিএনসিসি গাবতলী পশুর হাট পরিচালনা করবে। সকল সম্মানিত কাউন্সিল এ বিষয়ে একমত থকাশ করেন।	১) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
২৪	বিবিধ	<p>ক) ০৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিল জনাব মোঃ মোবারের চৌধুরী জনাল তার এলাকায় ৩০' x ২০' আকারের একটি জায়গা রয়েছে। সেখানে শিশুপার্কসহ ব্যায়ামাগার, লাইব্রেরী করা যাবে যেতে পারে। মাননীয় মেয়র জায়গাটি আপাততঃ বেড়া দিয়ে ধীরে বাখতে বলেন। খুব শীঘ্ৰই কাজ শুরু করা হবে যেনে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>খ) মাননীয় মেয়র ১লা বৈশাখ ১৪২৩ উপলক্ষ্যে তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড ও গাবতলী বাস স্ট্যান্ডে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের নির্দেশাম প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন যে, মেলা আয়োজন করতে যেন রাস্তায় চলাচল বিস্তৃত না হয়।</p>	<p>১) জায়গাটি দখলে নিয়ে বেড়া দিয়ে ধীরে বাখা যায়।</p> <p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল</li> <li>২) আন্তরিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২</li> </ol> <p>২) তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ড এলাকায়, মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ও গাবতলী বাস টার্মিনাল এলাকায় চলাচলের ব্যবাহ সৃষ্টি না করে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবেন।</p> <p><b>বাস্তবায়নকারী-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল</li> </ol>

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকলে যাত্রীয় গ্রেয়ার ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ আনিয়ে সভার দাগাঞ্চি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-  
 আমিনুল্লাহ ইকবেল  
 মেধার  
 ও  
 সভাপতি  
 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

তারিখ- ১৫/০৪/২০১৫

স্মারক নং-৪৬, ২০৭, ০০৬, ০৩, ০০, ২৪৩৮, ২০১৬ - ১৫২

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১) প্রাণিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ পঞ্চিয়াত্য, ঢাকা।
- ২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ পঞ্চিয়াত্য, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং- ..... /সংরক্ষিত আসন নং- ..... ।
- ২) বিভাগীয় প্রধান ..... ।
- ৩) আধিকারিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অধ্যক্ষ।
- ৪) মেধার মহোনয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
- ৭) অফিস কাপি।

(মেধার নাহিদুল ইসলাম)  
 সচিব (উত্তর সিটি কর্পোরেশন)  
  
 (মেধার আমিনুল্লাহ ইকবেল)